গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার ও চতুর্থ বিষয় প্রসঙ্গে

বর্তমানে প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৮০-১০০ নম্বর প্রাপ্তদের ফলাফল হবে 'এ+' গ্রেড পয়েন্ট ৫, ৬০-৭৯ নম্বর প্রাপ্তদের ফলাফল হবে 'এ' গ্রেড পয়েন্ট ৪, ৫১-৫৯ নম্বর প্রাপ্তদের ফলাফল হবে 'বি' গ্রেড পয়েন্ট ৩, ৪১-৫০ নম্বর প্রাপ্তদের পরাফল হবে 'সি' গ্রেড পয়েন্ট ২, ৩৩-৪০ নম্বর প্রাপ্তদের ফলাফল হবে 'ডি' গ্রেড পয়েন্ট ১, ০-৩২ নম্বর প্রাপ্তদের ফলাফল হবে 'এফ' গ্রেড পয়েন্ট ০। 'এফ' গ্রেড বাদ দিলে অন্যান্য গ্রেডের চেয়ে 'এ+গ্রেড ও 'এ' গ্রেডের নম্বরের প্রাপ্ত সীমার ব্যবধান দ্বিগুণ 'এ+' গ্রেড ও 'এ' গ্রেডের নম্বরের ব্যবধান ১০০-৮০= ২০ এবং ৭৯-৬০= ১৯। অন্যান্য গ্রেডের নম্বরের ব্যবধান 'বি' গ্রেড ৫৯-৫১= ৮, 'সি' গ্রেড ৫০-৪১= ৯, 'ডি' গ্রেড ৪০-৩৩= ৭ কোনো গ্রেডের নম্বরের ব্যবধানের সঙ্গে কোনো গ্রেডের মিল নেই। তাই 'এ+' গ্রেড ও 'এ' গ্রেডের সংস্কার করা প্রয়োজন। কারণ অনেক পরীক্ষার্থী আছে যারা ৮৫-৯৫ নম্বর পেয়ে 'এ+' গ্রেড পাবে, পক্ষান্তরে প্রতি বিষয়ে ৮০ করে নম্বর পেয়েও 'এ+' গ্রেড পাবে এক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে ৮৫-৯৫ নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতি বিষয়ে ৮০ করে নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থী কোনোদিনই তুলনায় আসে না। এ জন্য গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার করা খুবই জরুরী। আমাদের দেশের গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে উন্নত দেশগুলোর গ্রেডিং পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। উন্নত দেশসমূহে পাঁচ নম্বর অন্তর অন্তর গ্রেডিং পদ্ধতি নির্নয় করা হয়। যেমন, ৯৬-১০০ এ+গ্রেড, ৯১-৯৫ 'এ' গ্রেড, ৮৬-৯০ 'বি+' গ্রেড ইত্যাদি। তাই ওই পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আমাদের দেশে বিশাল নম্বরের ব্যবধানে গ্রেডিং পদ্ধতি নিনয় করা হয়েছে। সুতরাং এ পদ্ধতি আগের পদ্ধতির চেয়ে মোটেই যুক্তিপূর্ণ ও উন্নত নয়। বরং এ পদ্ধতি মেধার লড়াইয়ে শিক্ষার্থীদের দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। আমার মতে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতির ধরন হবে 'এ+' গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৯০-১০০ পয়েন্ট ৭, 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৮০-৮৯ পয়েন্ট ৬, 'বি' গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৭০-৭৯ পয়েন্ট ৫, 'সি' গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৬০-৬৯ পয়েন্ট ৪, 'ডি' গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৫০-৫৯ পয়েন্ট ৩, 'ই' গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৪০-৪৯ পয়েন্ট ২, 'এফ' গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৩৩-৩৯ পয়েন্ট ১, 'জি' গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ০-৩২ পয়েন্ট ০। আবার চতুর্থ বিষয়ের মান ও গ্রেডিং পয়েন্ট (জিপি) মূল্যায়ন পত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এভারেজ গ্রেডিং পয়েন্ট (জিপিএ)-এর সঙ্গে যোগ করা হবে না। চতুর্থ বিষয় হিসেবে আছে কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কম্পিউটার শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি। অধিকাংশ বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি চতুর্থ বিষয় হিসেবে চালু আছে এবং এ দু'টি বিষয়ের শিক্ষকও আছে। অন্যদিকে অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যয়বহুল বিষয়ে যেমন কম্পিউটার শিক্ষা,কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, চারু ও কারুকলা চতুর্থ বিষয় হিসেবে চালু আছে। চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ২০০১ ও ২০০২ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বিবেচনায় আনা হয়নি। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দারুণ হতাশা। চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ফলাফলে যোগ করা না হলে কোনো শিক্ষার্থীই চতুর্থ বিষয় পড়ার ব্যাপারে অনর্থক সময় ও অর্থের অপচয় করবে না। যদি চতুর্থ বিষয়ের নম্বরে কোনো বেনিফিট পাওয়া না যায় তাহলে পরীক্ষার্থীরা কেন চতুর্থ বিষয় পড়বে? আর বিদ্যালয়গুলো কেনই বা চতুর্থ বিষয় চালু রাখবে? কাজেই অচিরেই বিদ্যালয়গুলো থেকে চতুর্থ বিষয়ের বিলুপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। চতুর্থ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এমন কতগুলো বিষয় আছে, যেগুলোর বিলুপ্তি ঘটলে গ্রামে-গঞ্জে উন্নয়নের পথে বিরাট সমস্যা দেখা দেবে বিশেষ করে কৃষি শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগ ও জেলাসদরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন এবং এলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য আগামী ৩ বছরে সারা দেশের বিদ্যালয়গুলোতে ১০ হাজারেরও বেশী কম্পিউটার সরবরাহের কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে কম্পিউটার প্রবর্তনের কথা বলেছেন আর সেখানে চতুর্থ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টির বিলুপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। কারণ চতুর্থ বিষয়কে ফলাফলে বিবেচনা করা হয়নি। চতুর্থ বিষয়কে ফলাফলে সংযোগ করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বর থেকে আগের নিয়মানুযায়ী ৪০% নম্বর বাদ দয়ে বাকি নম্বরের ওপর জিপিএ বের করে ৮ দিয়ে ভাগ করলে ফলাফলে যা আসবে তা অন্যান্য বিষয়ের প্রাপ্ত জিপিএ পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন একজন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় দশটি বিষয়ে জিপিএ ৪.৭৫ পেয়েছে। এই পরীক্ষার্থী চতুর্থ বিষয়ে মোট নম্বর পেয়েছে ৮৪। আগের নিয়ম অনুযায়ী (৮৪-৪০)= ৪৪ এবং ৪৪ নম্বরের গ্রেড পয়েন্ট ২। এ ২ কে ৮ দিয়ে ভাগ করলে ০.২৫ হয়, যা ওই দশটি বিষয়ের জিপিএ ৪.৭৫-এর সঙ্গে যোগ করলে (৪.৭৫+০.২৫)= ৫.০০ হয়। এভাবে সহজেই একজন পরীক্ষার্থী 'এ+' গ্রেড, 'এ' গ্রেড, 'বি' গ্রেড 'সি' গ্রেড 'ডি' গ্রেড পেতে পারে। যা তার জীবনে বয়ে আনবে একটি বড় সাফল্য। এ নিয়ম চালু রাখলে সহজেই শিক্ষার্থীরা চতুর্থ বিষয়ের প্রতি অধিক মনোযোগী হবে।

তাই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমীপে বিনীত আবেদন এই যে, চতুর্থ বিষয়ের নম্বর আগের নিয়ম অনুযায়ী যোগ করে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিকে সংস্কারমুক্ত করা হোক।

মোঃ হুমায়ুন কবির,
সহকারী প্রধানশিক্ষক, এডিএম উচ্চ বিদ্যালয়,
খাটিয়ার ঘাট,ডাকঘর: চিতেশ্বরী, উপজেলা: মির্জাপুর, জেলা: টাঙ্গাইল।

2-9 DEC 2002